দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAR 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধে সকলের সহযোগিতা চাই

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার পথে লণ্ডনে যাত্রা-বিরতিকালে বিবিসিকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা এক সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় (সাক্ষাৎকারের একাংশ সোমবার এবং অবশিষ্টাংশ মঙ্গলবার প্রচারিত হয়)। তিনি প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরগুলিতে সহিংসতা ম্যালেরিয়া জ্বরের মতই বার বার আসে বার বার যায়। এই সহিংসতা সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে পারিতেছেন না কেন? এই প্রশ্নের জবাবে

(১১শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আমি আগেই বলিয়াছি, এই সন্ত্রাস দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ স্বৈরাচারী সরকারের সৃষ্ট। ইহা নিরসনের জন্য সময়েরও প্রয়োজন। এব্যাপারে সকল দলকে আন্তরিক হইতে হইবে। সবাই গণতন্ত্র চাহিলে—উহার জন্য যে পরিবেশ দরকার—সেই পরিবেশ তৈরী করিতে হইবে। আমাদের সন্তানরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাহারাই এই দেশকে পরিচালিত করিবে। কাজেই তাহাদের বিদ্যার্জনের কথা চিন্তা করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সে ব্যাপারে সকলকে দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আমি বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলির সহিত আলোচনা করিয়াছি এবং তাহাদের নিকট সহযোগিতা চাহিয়াছি। ইতিমধ্যে আপনারা দেখিয়াছেন যে, আমরা অনেকাংশে সফল হইয়াছি। রাজশাহীতে সকল ছাত্র সংগঠন ও দল মিলিত হইয়া কমিটি গঠন করিয়াছে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য। বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা সমস্যা রহিয়াছে। বেগম খালেদা জিয়া আশা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সকলের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

07

SHEET —— OF —— SHEETS